দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১০

শিক্ষাঙ্গন

মেডিকেলে ভর্তির নয়া পদ্ধতি প্রসঙ্গে

গত ৬ ডিসেম্বর মেডিকেলে ভর্তির নয়া পরীক্ষা সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্তের কথা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হতে আবেদন জানানো হয়েছে যে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ১২০০ নম্বর বা তার চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়েও যারা কোন একটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে মেডিকেলে ভর্তির পরীক্ষায় সুযোগ দেয়া হোক। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আবেদনের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করছি।

যেহেতু লিখিত পরীক্ষা মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজে ভর্তির যে সুযোগ ছিল তাতে বাধা কোথায় বুঝা যাচ্ছে না। অথচ একথা এখন অকপটেই বলা যায় যে, কর্তৃপক্ষের অগোচরে নয়, বর্তমানে দেশের প্রায় সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন সমানভাবে প্রতিরোধ করা হয় না। তাই মেধাবী নয় অথচ অসদুপায় অবলম্বনে প্রথম বিভাগের পাস করা যেমন খুব কষ্টকর নয়, তেমনি দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নানা কারণে কোন একটি পরীক্ষা অল্প নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগে পাস করতে ব্যর্থ হয়। অথচ মেডিকেলে ভর্তির নয়া পদ্ধতি অনুযায়ী বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। দেশের ভবিষ্যত চিকিৎসক যাদের হাতে মানুষের জীবন-মরণের দায়িত্ব বর্তায় তাদেরকে অবশ্যই মেধাবী হতে হবে— এতে কারো কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই পূর্ববর্তী নিয়ম অনুযায়ী যারা এসএসসি ও এইচএসসি'তে অন্যূন মোট ১২০০ নম্বর পেয়েছে তাদেরকে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা উচিত বলে আমরা মনে করি।

—সেলিনা খানম